হযরত খাজা গোলাম রব্বানী (রহ.)-এর মাজার শরীফ, বন্দর, নারায়ণগঞ্জ

মা সি ক

কুতুববাগ দরবার শরীফের মুখপত্র

আমার আলো

নির্মাণাধীন কুতুববাগ দরবার শরীফ জামে মসজিদ, বন্দর, নারায়ণগঞ্জ

সুফিবাদই শান্তির পথ : খাজাবাবা কুতুববাগী

ঢাকা বৃহস্পতিবার আগস্ট ৮, ২০১৬ ॥ ২৪ ভাদ্র ১৪২৩ ॥ ৫ জিলহজ্ব ১৪৩৭ ॥ পরীক্ষামূলক প্রকাশনা ॥ ৩য় বর্ষ ৩য় সংখ্যা

হাদিয়া : ১০ টাকা

ঈদুল আযহার কোরবানী : এক হৃদয় বিদারক ইতিহাস

পিতা করে পুত্র জবাই এমন ত্যাগের তুলনা নাই

আলহাজ মাওলানা হযরত সৈয়দ জাকির শাহ নকশবন্দি মোজাদ্দেদি কুতুববাগী

(সূরা সাফ্ফাত, আয়াত ১০২-১২)

১০২- 'ফালাম্মা বালাগা মা'আহুস সাইয়া ক্বা-লা ইয়া বুনাইয়া ইন্নি আরা-ফিল মানা-মি আন্নী আয্-বাহুকা ফান্জুর মা-যা তারা; ক্বা-লা ইয়া আবাতিফ্ আল্ মা-তু'মারু সাতাজিদুনী ইনশা আল্লা-হু মিনাস্ব স্ব-বিরীন'।

অর্থ: যখন সে সন্তান (ইসমাইল) তার পিতার সাথে চলা-ফেরার মত বয়সে উপনীত হল, তখন ইব্রাহিম (আঃ) বললেন, আমি স্বপ্নে দেখেছি যে, আমি তোমাকে জবেহ করছি। এখন তুমি ভাবিয়া দেখ, এ ব্যাপারে তোমার মতামত কী? তিনি (ইসমাঈল) বললেন, হে আমার আব্বা! আপনাকে যেভাবে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে, সেইভাবেই তাহা পালন করুন। আপনি আমাকে পাবেন ধৈর্য্যশীল হিসেবে, যদি আল্লাহ ইচ্ছা করেন।

১০৩- 'ফালাম্মা আসলামা-ওয়া তাল্লাহু লিলজ্বাবিন'।

অর্থ: যখন তারা উভয়ে আনুগত্য প্রদর্শন করলেন এবং তিনি তাঁর পুত্রকে কাৎ করে শোয়াইলেন।

১০৪- 'ওয়ানা দাইনা-হু আই ইয়া ইব্রাহিম'।

অর্থ: তখন আমি (আল্লাহ) তাকে ডেকে বললাম, হে ইব্রাহিম!

১০৫- 'ক্বাদ স্বাদ্দাকৃতার রু'ইয়া ইন্না-কাযা-লিকা নাজ্বযিল মুহ্সিনীন'। অর্থ: আপনি আপনার স্বপ্ন সত্যিকারভাবেই বাস্তবায়ন করেছেন। এভাবেই আমি পূণ্যবানদেরকে প্রতিদান দিয়ে থাকি।

১০৬- 'ইন্না হা-যা লাহুয়াল বালা-উল্ মুবীন'। অর্থ: নিশ্চয়ই এটা ছিল একটি প্রকাশ্য পরীক্ষা।

১০৭- 'ওয়া ফাদাইনা-হু বিযিব্হীন আজীম'। অর্থ: এবং আমি তার জবেহর বিনিময়ে, বড়

এরপর পৃষ্ঠা ২

কোরআন মাজিদে দানকারীদের ব্যাপারে বিশেষ সুসংবাদ

আলহাজ মাওলানা হযরত সৈয়দ জাকির শাহ নকশবন্দি মোজাদ্দেদি কুতুববাগী

সূরা: বাকারা, আয়াত-২৭৪

'আল্লাযীনা-ইউন্ফিকূনা আমওয়া-লাহুম বিল্লাইলি ওয়ান্নাহারি সিররাওঁ ওয়া 'আলা-নিইয়াতান ফালাহুম আজরুহুম ইন্দা রাব্বিহিম ওয়ালা-খাওফুন আলাইহিম ওয়ালা-হুম ইয়াহ্যানূন'।

অর্থ : যাহারা নিজেদের ধনৈশ্বর্য রাত্রে ও দিবসে, গোপনে ও প্রকাশ্যে ব্যয় করে, তাহাদের পূণ্যফল তাহাদের প্রতিপালকের নিকট রহিয়াছে। তাহাদের কোন ভয় নাই এবং তাহাদের দুঃখিত হইবারও কোনও কারণ নাই।

সূরা: বাকারা, আয়াত-২৬২

'আল্লাযীনা-ইউন্ফিকূনা আমওয়া-লাহুম ফী-ছাবিলিল্লাহি ছুম্মা লা-ইয়ুতবি'উনা মা-আনফাকূ মান্নাওঁ ওয়ালা আযাল্ লাহুম আজরুহুম ইন্দা রাব্বিহিম ওয়ালা-খাওফুন আলাইহিম ওয়ালা-হুম ইয়াহ্যানূন'।

এরপর পৃষ্ঠা ২

কামেল পীর-মুর্শিদকে বাবা বলার অকাট্য দলিল

আলহাজ্ব মাওলানা সৈয়দ জাকির শাহ্ নকশ্বন্দি মোজাদ্দেদি

বাবা শব্দের অর্থ হলো জনক, পিতার মত আশ্রয়স্থল, পুত্র বা পুত্র সমতুল্য (পুত্র স্থানীয়কে আদরে ও স্নেহ সম্বোধনে) ব্যবহৃত শব্দ, কামেল পীর-মুর্শিদ, সুফি, সাধু-সন্ন্যাসী এবং দেবতার প্রতি সম্মান সূচক উপাধি, বাবাজান অধিকতর শক্তিশালী সম্ভ্রমপূর্ণ উক্তি, এছাড়াও আঞ্চলিক ভাষাগত পার্থক্যের কারণে বিভিন্নভাবে বলা হয় যেমন, বাবুজী, বাবাজী, আব্বা, আব্বাজান, আব্বাহুজুর ইত্যাদি বলা হয়। বাবা বলা যায় এমন শব্দগুলো হচ্ছে ধর্ম জীবনের উপদেষ্টা, সাধক পন্থার নির্দেশক, শিক্ষক বা ওস্তাদ, সম্মানে বা বয়সে মুরব্বী, মাননীয় ব্যক্তি, দায়িত্ব-সম্পন্ন ব্যক্তি, মহান ব্যক্তি এবং গুরুর তুল্য মান্য ব্যক্তিকে বাবা বলা হয়।

আভিধানিক অর্থে :

A male who sires (and often raises) a child.

A male donator of sperm which resulted in conception.

A term of address for an elderly man.

A person who plays the role of a father in same way.

The founder of a discipline.

পবিত্র কোরআন শরীফে সূরা হাজ্জ ৭৮ নং আয়াতে আল্লাহতা'আলা বলেন, *অ জ্বা-হিদূ ফিল্লা-হি হাক্কু ক্ব জ্বিহা-দিহ্; হুওয়াজ্জু তাবা-কুম্ অমা-জ্বা'আলা আলাইকুম্ ফিদ্দীনি মিন্ হারজ্ব; মিল্লাতা আবীকুম্ ইব্র-হীম; হুওয়া ছাম্মা-কুম্ মুল্ মুস্লিমীনা মিন্ ক্বলু অফী হাযা-লিয়াকূনার্ রসূলু শাহীদান 'আলাইকুম্ অ তাকূনূ শুহাদা-য়া 'আলান্ না-সি ফাআক্বীমুছ ছলা-তা অ আ-তুয যাকা-তা ওয়া'তাছিমূ বিল্লা-হ্; হুওয়া মাওলা-কুম্ ফানি'মাল্ মাওলা-অনি'মান্নাছীর্।*

অর্থ: তোমরা আল্লাহর জন্য শ্রম স্বীকার কর, যেভাবে শ্রম স্বীকার করা উচিত। তিনি তোমাদেরকে পছন্দ করেছেন এবং ধর্মের ব্যাপারে তোমাদের উপর কোন সংকীর্ণতা রাখেননি। তোমরা তোমাদের পিতা ইব্রাহীমের ধর্মে কায়েম

এরপর পৃষ্ঠা ২

মক্কাশরীফ থেকে কুতুববাগে...

'হুজুরকেবলার নূরের তাজাল্লি আমাকে বারবার টানে...'

মোহাম্মদ সাঈফ এইচ আল ইয়ামেনি

মোহাম্মদ সাঈফ এইচ আল ইয়ামেনি

পবিত্র মক্কা নগরীর এক বিশিষ্ট ব্যবসায়ীর নাম মোহাম্মদ সাঈফ এইচ আল ইয়ামেনি। ইয়েমেনি মা এবং আরব পিতার এই সফল সন্তান আধুনিক ইংরেজি শিক্ষায় শিক্ষিত এক অসাধারণ সজ্জন। আল্লাহ এবং আল্লাহর রাসুলের (সঃ) প্রতি গভীর অনুরাগী জনাব সাঈফ সূফি-সাধকদের প্রতিও গভীর আস্থাশীল। আমাদের দরদী মুর্শিদ একুশ শতকের আধ্যাত্মিক মহা-সাধক খাজাবাবা আলহাজ মাওলানা হযরত সৈয়দ জাকির শাহ নকশবন্দি-মোজাদ্দেদি কুতুববাগী হুজুর কেবলাজানের মহব্বতের টানে আগস্ট মাসের শেষ সপ্তাহে তিনি মক্কা থেকে ছুটে এসেছিলেন ঢাকায়। মুর্শিদকেবলার ঘনিষ্ট সোহবতে কয়েকটি দিন কাটিয়ে পরম প্রশান্তি নিয়ে ফিরে গেছেন তিনি। কুতুববাগ দরবার শরীফের জাকের ভাইদের সঙ্গে ওইদিন সাপ্তাহিক গুরুরাত্রি পালন করতে গিয়ে গত ২৫ আগস্ট রাতে তিনি যে অনুভূতি প্রকাশ করেন, আরবি ভাষায় থেকে তা অনুবাদ করা হয় কথা বলার সময়েই। সেই

এরপর পৃষ্ঠা ৩

পবিত্র কোরআনে আউলিয়া কেরামগণের মর্যাদা

আলহাজ মাওলানা হযরত সৈয়দ জাকির শাহ নকশবন্দি মোজাদ্দেদি কুতুববাগী

(১) অলাতাক্বূলু লিমাই ইয়ুক্বতালু ফী সাবীলিল্লাহি আমওয়াত, বাল আহ্ইয়া য়ুঁও অলাকিল্লা তাশ্উরূন। (সূরা আল বাক্বারা-২-১৫৪)

অর্থ: যারা আল্লাহর মহব্বতে জীবনকে উৎসর্গ করেছে, তাদেরকে মৃত মনে কর না বরং তারা জীবিত। কিন্তু তোমরা তা বোঝ না, খবর রাখ না।

(২) অলা-তাহ্সাবান্নাল্লাযীনা ক্বুতিলূ ফী সাবীলিল্লা-হি আম্ওয়াতা- বাল্ আহ্ইয়া-উন্ ইন্দা রাব্বিহিম্ ইয়ুরযাকুন্। (সূরা আলে ইমরান-আয়াত-১৬৯)

অর্থ: যারা আল্লাহর মহব্বতে জীবনকে উৎসর্গ করেছে তাদেরকে মৃত মনে কর না। তারা বরং জীবিত, স্বীয় রবের নৈকট্যপ্রাপ্ত, স্বীয় রবের পক্ষ থেকে রিযিকপ্রাপ্ত।

(৩) অমাইঁ ইয়ুত্বিই'ল লা-হা অর্রাসূলা ফাউলা-য়িকা মা'আল্লাযীনা আন্'আমাল্লা-হু আলাইহিম্ মিনান্না- বিয়্যীনা অছ্ছিদ্দিক্বীনা অশ্শুহাদা-য়ি অছ্ছোয়া লিহীনা অ হাসুনা উলা-য়িকা রফীক্বা' (সূরা নেছা, আয়াত-৬৯)।

অর্থ: সত্যবাদি, শহীদ সিদ্দিকগণ আল্লাহ ও রাসুল (সঃ)-এর আশেক, তারা বেহেশতে নবী (সঃ)-এর সঙ্গী হবেন। তাঁরা কতই না সুন্দর। হযরত আলী (রাঃ) এরশাদ করেন যে– 'আমার অন্তরে ধন-সম্পদ, সন্তান-সন্তানাদি, মাতা-পিতা এমনকি শীতল পানি অপেক্ষাও নবী করিম (সঃ)-এর ভালোবাসা অধিক প্রিয়' (হাদিস- মাদারেজুন নবুয়্যত)। নিশ্চয়ই আল্লাহর বন্ধুদের কোন মৃত্যু নাই বরং তাঁরা স্থানান্তরিত হয়, ধ্বংসশীল ইহজগত থেকে পরজগতে' (আল হাদিস)। নিশ্চয়ই আমার বন্ধুগণ আমার জুব্বার অন্তরালে অবস্থান করেন। আমি এবং আমার আউলিয়াগণ ব্যতীত তাঁদের পরিচয় সম্বন্ধে কেহই অবগত নয়, (আল হাদিস)।

স ম্পা দ কী য় ক লা ম

কোরবানীর অন্তর্গত তাৎপর্য

বছর ঘুরে পবিত্র ঈদ-উল-আযহা আবার আমাদের দ্বারপ্রান্তে। পরম দয়ালু আল্লাহ রাব্বুল আলামিন তাঁর প্রিয় নবী হযরত ইব্রাহীম (আঃ)কে যে কঠিন পরীক্ষার মুখোমুখি করেছিলেন, তা মুসলমান মাত্রেরই জানা। আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য নবী ইব্রাহীম শেষ পর্যন্ত চোখ বেঁধে প্রাণপ্রিয় কিশোরপুত্র ইসমাইল (আঃ)কে কোরবানী দিতে উদ্যত হয়েছিলেন। আল্লাহ-রাব্বুল আলামিন ইব্রাহীম (আঃ)এর অপরিসীম ত্যাগের চেতনায় খুশি হয়ে হযরত ইসমাইলের পরিবর্তে একটি দুম্বা কোরবানী করে দিয়েছিলেন ফেরেশতাদের দিয়ে। আসলে স্রষ্টার কাছে সৃষ্টি যেমন প্রিয়, তেমনই তার সৃষ্টিরও প্রাণে শ্রেষ্ঠতম ভালোবাসা থাকতে হয়। কোরবানীর প্রতীকী এই অনুষ্ঠানের মধ্যদিয়ে আল্লাহ রাব্বুল আলামিন এই চিরন্তন সত্য ত্যাগের শিক্ষাই পৃথিবীতে প্রতিষ্ঠা করেছেন।

সেই থেকে চন্দ্রের হিসেব মতে প্রতি বছর জিলহজ মাসের ১০ তারিখে আল্লাহ রাব্বুল আলামিনের সন্তুষ্টির জন্য মুসলিম জাহানে পশু কোরবানী অনুষ্ঠিত হয়ে আসছে। হযরত ইব্রাহীম (আঃ) প্রাণপ্রিয় সন্তানকে কোরবানী দেয়ার মতো কঠিন পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে অমলিন ইতিহাস সৃষ্টি করে গেছেন। আমরা যে এক বিশাল উৎসবের আমেজে প্রতি বছর পশু কোরবানী দিই,তারা কি সবাই কোরবানীর অন্তর্গত তাৎপর্য বা মর্মকথা উপলব্ধি করতে পারছি? কোরবানী মানে তো শুধু পশু জবেহ করে তার গোসত খাওয়া মাত্র নয়। এর অন্তর্গত তাৎপর্য তখনই বোঝা যাবে, যখন আমরা এই পশু কোরবানীর মূলে যে শিক্ষা রয়েছে তা উপলব্ধি করবো।

ধরা যাক সেদিন যদি পিতা হযরত ইব্রাহীম (আঃ) পুত্র ইসমাইল (আঃ)কে কোরবানী করে দিতেন এবং মহান আল্লাহ ইসমাইলের প্রাণ রক্ষায় কোন দুম্বা ছুরির নিচে দেয়ার ব্যবস্থা না করতেন, তা হলে কী হতো, প্রিয় সন্তান কোরবানীর রেওয়াজ প্রতিষ্ঠা হয়ে যেত। ক'জন আমরা এরকম কঠিন পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হতে পারতাম? সে এক শক্ত প্রশ্ন। কোরবানীর তাৎপর্য বুঝতে হলে ইতিহাসের ঘটনার সঙ্গে আমাদের নিজেদের মনোজগতকে মিলিয়ে দেখতে হবে। এই উপলব্ধি থেকেই জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলাম লিখেছিলেন– 'ওরে হত্যা নয় আজ সত্যাগ্রহ শক্তির উদ্বোধন।' শুধু পশু জবেহ বা কোরবানীর মধ্যদিয়ে আল্লাহ রাব্বুল আলামিনকে খুশি করা সম্ভব নয়। কোরবানী করতে হবে মনের পশুকেও। মনের পশুকে কোরবানী করা গেলেই লোভ লালসার উর্ধে উঠে আল্লাহর রাহে পশু কোরবানী একটা তাৎপর্যময় ঘটনায় পরিণত হবে।

আমাদের দেশে পশু কোরবানীর ক্ষেত্রে অনেকে এর প্রকৃত মহিমা বা আল্লাহ রাব্বুল আলামিনের তুষ্টির কথা কমই মনে রাখি। যে কারণে দেখা যায়, যত না দারিদ্র মানুষের মধ্যে কোরবানীর গোসত বিলি করা হয়, তার চেয়ে বেশি প্রতিযোগিতা চলে আত্মীয়, বন্ধু-বান্ধব, নতুন আত্মীয়ের বাড়িতে আস্ত রান, সিনা এসব পাঠানোর প্রতিযোগিতা, অনেক সময় গরিব-দুঃখী যারা সারা বছরে গোসত খাবার সুযোগ পায় না, তাদেরকেও বঞ্চিত করা হয়। কোরবানী মানে দান, ত্যাগ। সেই ত্যাগ কি এমন ভোগবাদী মানসিকতায় আদায় হয়? হয় না। অনেকে আবার গরু-উট ইত্যাদি কেনার ক্ষেত্রে প্রতিযোগিতায় মেতে ওঠেন। কে, কত বেশি দামের পশু কোরবানী দিলেন, তা লোকদের দেখাতে চান। ভোট টানার জন্যও অনেকে কোরবানীর মাংস ব্যবহার করেন।

এইসব জাগতিক স্বার্থের উর্ধে উঠে আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য বিনীত যে নিবেদন, তাই শ্রেষ্ঠ। আল্লাহ আমাদের কোরবানির প্রকৃত মহিমা উপলব্ধি করে কোরবানি দানের তাওফিক দান করুন। আমিন।

কামেল পীর-মুর্শিদকে

(প্রথম পৃষ্ঠার পর)

থাক। তিনিই তোমাদের নাম মুসলমান রেখেছেন পূর্বেও এবং এই কোরআনেও, যাতে রসুল তোমাদের জন্য সাক্ষ্যদাতা এবং তোমরা সাক্ষ্যদাতা হও মানবমণ্ডলির জন্যে। সুতরাং তোমরা নামায কায়েম কর, যাকাত দাও এবং আল্লাহকে শক্তভাবে ধারণ কর। তিনিই তোমাদের মালিক। অতএব তিনি কত উত্তম মালিক এবং কত উত্তম সাহায্যকারী।

সূরা আহযাবে, পারা ২২ আয়াত ৬ আল্লাহতা'আলা আরও বলেন, আন্নাবিয়্যু আওলা বিল্‌মু'মিনীনা মিন্ আন্‌ফুসিহিম্ অআয্‌ওয়া-জুহু উম্মাহা-তুহুম্ ।

অর্থ: নবী (সাঃ) মুমিনদের কাছে তাদের নিজেদের অপেক্ষা অধিক ঘনিষ্ঠ এবং তাঁর স্ত্রীগণ তাদের মাতা।

দেখা যায় যে মানুষ সৃষ্টি এবং জন্মের শুরু থেকে পিতা-পুত্রের সম্পর্ক জন্ম-সুতায় গাঁথা। পারিবারিক জীবনে জন্মদাতা বাবা তার ছেলেকে আদর করে বাবা বলে ডাকেন। আবার ছেলেও বাবাকে, বাবা বলে ডাকেন। তাহলে, এখানে কে কার বাবা? এর মধ্যে পার্থক্য কী? বুঝতে হবে, কাউকে কোনো সম্বোধন বা কারো সঙ্গে কোনো সম্পর্ক শুধু রক্ত সম্পর্কের মাধ্যমেই হয় না। ছেলে-মেয়ের বিয়ে-শাদীর সময় উভয় পক্ষ থেকে একজন উকিল থাকেন, যার মাধ্যমে বিয়ের শুভকাজ সম্পন্ন করা হয়, তাকে আমরা উকিল বাবা ডাকি। আবার শ্বশুরকে বাবা বলি। ছোট ছেলে-মেয়েকে আদর করে বাবা বলি। পথে-ঘাটে চলতে-ফিরতে গিয়ে রিক্সা চালক ও অন্যান্য গাড়ি চালকসহ অনেককেই বাবা সম্বোধন করা হয়। আবার মুরব্বিদেরকেও কেউ কেউ আদব বা সম্মানার্থে বাবা বলে সম্বোধন করি। বয়সে একটু বড় হলে তাকেও সম্মানার্থে অনেক সময় বাবা বলি। আসলে বাবা ডাকের মধ্যে আলাদা আত্মতৃপ্তি পাওয়া যায়। যেমন মায়ের ক্ষেত্রেও তাই। আমাদের আদি পিতা হযরত আদম (আঃ)কে বাবা বলি, মুসলিম জাতির পিতা হযরত ইব্রাহিম (আঃ)কে বাবা বলি। এঁদের মধ্যে শুধু একজন হলেন জন্মতাদা বাবা এবং বাকিরা হলেন সম্বোধনমূলক। ফলে তরিকতের ভাষায়ও কামেল মুর্শিদ রূহানী (আত্মার) পিতা। তাই আমরা নিজ নিজ পীর-মুর্শিদকে খাজাবাবা বলে ডেকে তাঁর প্রতি ভালোবাসা-শ্রদ্ধা- সম্মান প্রদর্শন করি।

পিতা করে পুত্র জবাই

(প্রথম পৃষ্ঠার পর)

একটি জবেহর পশু দিয়ে দিলাম।

১০৮- 'ওয়া তারাক-না আলাইহি ফিল আখিরীন'

অর্থ: তার উত্তম আলোচনা পরবর্তীদের মাঝেও জারি রেখেছি।

১০৯- 'সালা-মুন্ আলা ইব্রাহিম'। অর্থ: সালাম (শান্তি) বর্ষিত হোক ইব্রাহিমের প্রতি।

১১০- 'কাযা-লিকা নাজ্বযিল্ মুহসিনীন'।

অর্থ: আমি এভাবেই পূণ্যবানদের প্রতিদান দিয়ে থাকি।

১১১- 'ইন্নাহু মিন্ ইবা-দিনাল মু'মিনীন'।

অর্থ: সে ছিল আমার মুমিন বান্দাদের মধ্য হতে।

১১২-ওয়া বাশশারনা-হু বিইসহা-কা নাবিয়্যাম মিনাস্ব স্বা-লিহীন'।

অর্থ: আমি তাকে সুসংবাদ দিয়েছিলাম ইসহাক সম্পর্কে, যিনি নবী হয়ে পুণ্যবানদের অন্তর্ভুক্ত হবেন।

বিস্তারিত ঘটনা:

হযরত ইব্রাহিম (আঃ) স্বপ্নে দেখলেন, কে যেন তাঁকে বলছে– 'হে আল্লাহর দোস্ত! আপনি আল্লাহর রাস্তায় কোরবানী করুন। নবীর প্রতি স্বপ্ন আদেশ ওহির সমতুল্য। তাই হযরত ইব্রাহিম (আঃ) স্বপ্নে কোরবানী র আদেশ পেয়ে অস্থির হয়ে উঠলেন। অনেক চিন্তা-ভাবনা করে তিনি দুম্বা, উট কোরবানী করে দিলেন। দ্বিতীয় রাতে তিনি আবার স্বপ্ন দেখলেন, কেউ একজন তাঁকে বলছেন– 'হে নবী আপনি আল্লাহর রাস্তায় কোরবানী করুন। এবারেও নবী দুই'শ উট কোরবানী করলেন। অতঃপর তৃতীয় রাতেও তিনি একই স্বপ্ন দেখলেন। তৃতীয় বারেও তিনি দুই'শ উট কোরবানী করলেন। চতুর্থ রাতে তিনি স্বপ্ন দেখলেন– 'কে যেন তাকে বলছেন– 'হে আল্লাহর দোস্ত! আপনি আল্লাহর রাস্তায় আপনার প্রিয় বস্তু বা সন্তানকে কোরবানী করুন। এবারের স্বপ্ন দেখে তিনি বুঝতে পারলেন প্রিয় বস্তু তাঁর সন্তান হযরত ইসমাইল (আঃ)। সে সন্তান তাঁর নির্বাসিত মাতার নিকট থাকে। নবী তাঁদের সঙ্গে তেমন সম্পর্ক পর্যন্ত রাখেন না। এমতাবস্থায় এহেন এক চরম প্রত্যাদেশ কীভাবে তিনি কার্যকর করবেন, এ কথা ভেবে স্থির করলেন ভোরবেলায় নবী তাঁর আর এক স্ত্রী সায়েরার নিকট তাঁর স্বপ্নের কথা আলোচনা করলেন। সায়েরা নবীকে অতি সত্বর স্বপ্নের আদেশ কার্যকর করার জন্য বিশেষভাবে অনুরোধ করলেন।

হযরত ইব্রাহিম (আঃ) অত্যন্ত ভারাক্রান্ত মন নিয়ে মক্কার পথে রওয়ানা হলেন। সঙ্গে তিনি একখানা ছুরি ও কিছু রশি নিলেন। তিনি মক্কা পৌঁছে হাজেরা যেখানে অবস্থান করতেন, সেখানে গিয়ে বসলেন। সেখানে কিছু সময় বিশ্রাম নিয়ে হাজেরাকে বললেন, তুমি ইসমাইলকে ভালো পোশাক পরিয়ে, আতর গোলাপ লাগিয়ে উত্তমরূপে সাজিয়ে দাও। ইসমাইলকে আমি এক জায়গায় নিয়ে যাব। অনেকদিন যোগাযোগ না থাকার পর পিতা পুত্রের নতুন করে গভীর সম্পর্ক হতে যাচ্ছে দেখে হাজেরা খুব খুশি হলেন এবং পুত্র ইসমাইলকে উত্তমরূপে সাজিয়ে দিলেন। হযরত ইসমাইল (আঃ)-এর বয়স ছিল তখন তের/চৌদ্দ বছর। দেখতে ফুটফুটে সুন্দর।

হযরত ইব্রাহিম (আঃ) পুত্রকে নিয়ে রওয়ানা হলেন। ইতোমধ্যে শয়তান এসে বিবি হাজেরাকে বলল, তোমার পুত্র ইসমাইল কোথায়? হাজেরা বললেন, তার পিতার সঙ্গে এক জায়গায় গিয়েছে। শয়তান বলল, মিথ্যা কথা, তোমার স্বামী পুত্রকে কোরবানী করার জন্য আল্লাহতায়লার আদেশ পেয়েছেন। সে মর্মে ইসমাইলকে কোরবানী করার জন্য এক নির্জন স্থানে নিয়ে যাচ্ছেন। বিবি হাজেরা মানুষ সুরতধারী শয়তানকে বললেন, যদি আল্লাহতায়লা কোরবানীর মাধ্যমে ইসমাইলকে কবুল করেন, তবে আলহাম্‌দুলিল্লাহ! এতে আমার উদ্বিগ্ন হবার কোন কারণ নেই। শয়তান যখন এখানে কোন সুবিধা করে উঠতে পারল না, তখন হযরত ইব্রাহিম (আঃ)-এর নিকট গিয়ে পিছন থেকে ইসমাইল (আঃ)-কে বলল, ইসমাইল! তুমি কোথায় যাচ্ছ? ইসমাইল (আঃ) বললেন, আমি পিতার সঙ্গে এক জায়গায় যাচ্ছি। শয়তান বলল, আল্লাহতায়ালার নির্দেশে তোমাকে কোরবানী করার জন্য নিয়ে যাচ্ছে। একটু পরে তোমার গলায় ছুরি চালিয়ে আল্লাহর নামে কোরবানী করা হবে। হযরত ইসমাইল (আঃ) তখন বললেন, আল্লাহতায়ালা যদি আমার বাবার মাধ্যমে আমাকে কোরবানী করেন, তাহলে আমার জীবন ধন্য হবে। এতে আপত্তি করার কোন কারণ নেই। অতঃপর তিনি পিতাকে সম্বোধন করে বললেন, হে পিতা! পিছন থেকে কে যেন বলছে, আপনি আমাকে কোরবানী করার জন্য নির্জন স্থানে নিয়ে যাচ্ছেন। তখন হযরত ইব্রাহিম (আঃ) বললেন, শয়তান তোমাকে প্রতারণা করছে। তুমি ওর প্রতি সাত খণ্ড পাথর নিক্ষেপ কর। হযরত ইসমাইল (আঃ) পিতার আদেশ পেয়ে সাত খণ্ড পাথর নিক্ষেপ করলেন। শয়তান দূরে সরে গেল। এই পাথর নিক্ষেপ হজ্ব আদায়ের জন্য একটি জরুরী শর্ত ও সুন্নত হিসেবে গণ্য হয়েছে।

হযরত ইব্রাহিম (আঃ) মীনা নামক এক নির্জন স্থানে গিয়ে থামলেন এবং পুত্রকে বললেন– 'হে প্রিয় পুত্র! আমি চার রাত ধরে স্বপ্নযোগে কোরবানী করার আদেশ পেয়ে আসছি। আমি সে পরিপ্রেক্ষিতে ছয়'শ উট কোরবানী করেছি। শেষবারে আমার প্রিয় সন্তানকে কোরবানী করার আদেশ পেয়ে তোমাকে আল্লাহর নামে কোরবানী করার উদ্দেশ্যে এখানে নিয়ে এসেছি। হযরত ইসমাইল (আঃ) পিতার মুখে এ কথা শুনে বললেন, আলহাম্‌দুলিল্লাহ। আল্লাহতায়ালার এরূপ নির্দেশ আমার জন্য সৌভাগ্যের দ্বার খুলে দিয়েছেন। আমাকে আল্লাহতায়ালা কবুল করেছেন। এ জন্য আমি অত্যন্ত আনন্দিত। আপনি এ কাজ সমাধার ক্ষেত্রে আমাকে ধৈর্যশীলদের অন্তর্ভুক্ত দেখতে পাবেন। আপনি আর বিলম্ব না করে আল্লাহতায়ালার আদেশ অনুসারে কাজ আরম্ভ করুন। হযরত ইব্রাহিম (আঃ) বললেন, ইহা আমি কীভাবে সমাধা করব? ইসমাইল (আঃ) উত্তরে বললেন, প্রথমে আপনি আমার হাত পা বেঁধে নিন। এরপর আমাকে বিপরীত দিকে কাৎ করে শুইয়ে নিন। যেন আপনি সরাসরি আমার মুখমণ্ডল না দেখতে পান। তারপরে আমার গলদেশে ছুরি চালনা করুন, এতে আপনি অবশ্যই কৃতকার্য হবেন। তৃতীয়ত আমার রক্তে ভেজা কাপড়গুলো আমার আম্মার হাতে পৌঁছে দিবেন। তিনি এগুলো দেখে আল্লাহর রেজামন্দির উপর খুশি থাকবেন এবং আমার কথা স্মরণ করে কিছুটা স্বস্তি লাভ করবেন। কারণ, তাঁর আর কোন সন্তান নেই, যার দিকে তাকিয়ে তিনি স্বস্তি লাভ করতে পারেন। হযরত ইব্রাহিম (আঃ) পুত্রের কথা অনুসারে আস্তিনের মধ্যে রক্ষিত রশিগুলো বের করে তা দিয়ে ইসমাইলের হাত-পা বেঁধে নিলেন। অতঃপর তাকে কাৎ করে শুইয়ে নিলেন। তারপর আস্তিন থেকে ধারাল ছুরি বের করে বিসমিল্লাহি আল্লাহু আকবর বলে ইসমাইলের গলদেশে ছুরি চালিয়ে দিলেন। কিন্তু তাঁর ছুরি চালনায় কোন কাজ হল না। ছুরি ইসমাইল (আঃ)-এর গলদেশের চামড়ায় কোন ক্ষত সৃষ্টি করতে পারল না। তখন ইব্রাহিম (আঃ) আরো জোরে, শক্ত করে ছুরি চালাতে লাগলেন কিন্তু না, কোন প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি হল না। তখন ইসমাইল (আঃ) বললেন, পিতা আপনি ছুরির তীক্ষ্ণ মাথা টাগলার উপরে শক্তি দিয়ে চেপে ধরুন, তাহলে সম্ভবত আপনার উদ্দেশ্য সফল হবে। নবী এবার তাই করলেন কিন্তু ছুরির তীক্ষ্ণ মাথাও চামড়ার ভিতরে প্রবেশ করে না। তখন হযরত ইব্রাহিম (আঃ) রাগ করে ছুরি দূরে নিক্ষেপ করিলেন। তখন ছুরি বলে উঠল– 'হে ইব্রাহিম (আঃ) তুমি আমাকে ইসমাইলের গলা কাটার জন্য একবার বল কিন্তু মহান রাব্বুল আলামিন আমাকে দশ বার বারণ করছেন। অতএব, তোমার কথার গুরুত্ব দিব? না আল্লাহতায়ালার কথার গুরুত্ব দিব? অতএব তুমি অন্য পন্থা গ্রহণ কর। হযরত ইসমাইল ও হযরত ইব্রাহিম (আঃ) উভয়ে ছুরির কথা শুনলেন। ইসমাইল (আঃ) তখন পিতাকে বললেন– 'হে প্রিয় পিতা! সন্তানের মুখের দিকে তাকিয়ে জবেহ করা অত্যন্ত কঠিন কাজ। এ কাজ হয়ত আল্লাহতায়ালা পছন্দ করছেন না। অতএব আপনি কাপড় দিয়ে আপনার চোখ দুটি বেঁধে নিন, যাতে আমার চেহারা আপনি দেখতে না পান। তখন আপনার চেষ্টা অবশ্যই কাজে আসবে হযরত ইব্রাহিম (আঃ) ইসমাইল (আঃ)-এর পরামর্শ অনুসারে, নিজ চক্ষু দুটি বেঁধে নিলেন এবং পূর্বের মত ইসমাইলকে কাৎ করে শুইয়ে দিলেন। অতঃপর বিস্‌মিল্লাহি আল্লাহু আকবার বলে ছুরি চালালেন। এবার ছুরি সহজে চলল। কলকল রবে রক্ত প্রবাহিত হয়ে জবেহ্‌র কাজ সমাধা হল। আল্লাহতায়ালা তাঁর নবীর শেষ পরীক্ষার সফলতা দেখে সন্তুষ্ট হলেন। যার পরিণামে আল্লাহতায়ালা জিব্রাইল (আঃ) মারফত বেহেশত থেকে আনা এক দুম্বাকে জবেহ্‌র মুহূর্তে ইসমাইল (আঃ)-এর স্থলে শুইয়ে দিয়ে, ইসমাইল (আঃ)-কে একটু দূরত্বে দাঁড় করিয়ে রাখলেন। যার সামান্য লেশমাত্র বোঝা নবীর পক্ষে সম্ভব হয় নি। হযরত ইব্রাহিম (আঃ) জবেহ্‌র কার্য সুষ্ঠভাবে সম্পন্ন হয়েছে ভেবে, আলহাম্‌দুলিল্লাহ পাঠ করলেন এবং চোখের কাপড় খুলে ফেললেন। তখন তিনি যা দেখলেন তা তিনি বিশ্বাস করতে পারছেন না। তাই তিনি একবার চোখ দুটি হাত দিয়ে মুছে চতুর্দিকে তাকালেন। বাস্তব দৃশ্য ভালোভাবে দেখে তিনি ক্ষণিক নিস্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে রইলেন। হযরত ইসমাইল (আঃ)-ও নির্বাক, তিনি পিতার দিকে তাকিয়ে রইলেন। ক্ষণিক পরে পিতা পুত্রের কাছে গিয়ে তাকে বুকে জড়িয়ে ধরলেন এবং দু'চোখের পানি ছেড়ে দিয়ে পাঠ করলেন– সোবহানাকা আল্লাহুম্মা। অতঃপর পিতা ও পুত্র একত্রিত হয়ে শোকরানা নামাজ আদায়ের জন্য দাঁড়িয়ে গেলেন। এ মুহূর্তে হযরত জিব্রাইল (আঃ) সেখানে অবতীর্ণ হলেন। তিনি সজোরে উচ্চারণ করছিলেন। 'আল্লাহু আকবর, আল্লাহু আকবর, লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু'। অতঃপর তিনি হযরত ইব্রাহিম (আঃ)-এর নিকট এসে বললেন– 'হে আল্লাহর দোস্ত! আল্লাহ আপনাকে সালাম প্রেরণ করেছেন। আল্লাহতায়ালা নবীকে লক্ষ্য করে আরো বলেছেন– 'হে ইব্রাহিম! তুমি আল্লাহতায়ালার উদ্দেশ্যে তোমার স্বপ্নকে বাস্তবায়িত করেছ। নিঃসন্দেহে এটা ছিল একটা মহাপরীক্ষা। আমি এভাবে আমার সৎ ও উদার বান্দাদের পুরস্কৃত করে থাকি। আমি সন্তান কোরবানী র ক্ষেত্র বদল করে পশু কোরবানী দ্বারা পুরস্কৃত করেছি। এক্ষেত্রে আরো যা দিবার তা পরকালের জন্য রইল। আমি আমার সৎ, নিষ্ঠাবান বান্দাদের পুরস্কার দিয়ে থাকি। ইব্রাহিম (আঃ) আমার ঈমানদার-কৃতজাত বান্দাদের অন্যতম থাকবেন। হযরত ইব্রাহিম (আঃ) আল্লাহতায়ালার প্রেরিত সুসংবাদ শুনে অত্যন্ত খুশি হলেন এবং তাঁর দরবারে শুকরিয়া আদায় করলেন। অতঃপর তিনি ইসমাইল (আঃ)-কে নিয়ে বিবি হাজেরার নিকট চলে গেলেন। সেখানে গিয়ে হাজেরাকে সমস্ত ঘটনা খুলে বললেন। হাজেরা তখন আল্লাহতায়ালার শুকরিয়া আদায় করলেন।

হে সম্মানিত পাঠকগণ! সূরা সাফ্‌ফাত-১০২-১২ নং আয়াত পর্যালোচনা করে দেখা গেল, আল্লাহর সন্তুষ্টি কামনায় বৃদ্ধ বয়সের নয়নমণি একমাত্র ইসমাইল (আঃ)-কে তাঁর মা-সহ মক্কায় নির্জন ভূমিতে নির্বাসনে দিয়ে আসতে তাঁর হৃদয় টলেনি। অবশেষে ঐ সন্তানকে (জবেহ্) কোরবানী করার মত কঠিনতম কাজ করতে তাঁর হাত কেঁপে উঠেনি। এ কারণে আল্লাহতায়ালা সকল পরীক্ষা নেওয়ার পরও ইব্রাহিম (আঃ)-কে, ইব্রাহিম খলিলুল্লা, আবুল আম্বিয়া, আবুল আরব, মিল্লাতে ইব্রাহিম (জাতির পিতা) ইত্যাদি লকব দান করেন। যার কারণে আমরা ঈদুল আযহায় পশু কোরবানী করি, যে সব পশু কোরবানী র যোগ্য তা হল উট, দুম্বা, গরু, মহিষ, ভেড়া, বকরি। মূলত এ কোরবানী র বিধানটি হযরত ইসমাইল (আঃ) থেকে চলে আসছে। মানবজাতির দেহের ভিতর যে সমস্ত রিয়া, অহংকার, তাকাব্বরী, ক্রোধ-মোহ, হিংসা, ধৈর্য্যহীনতা, নিন্দা-গীবত, আত্ম-অহমিকা, ধন-সম্পদের বাহাদুরী, অন্যায়-অবিচার, অন্যের হক নষ্ট করা, পরশ্রীকাতরতা, লোভ-লালসা এ সমস্ত খারাপ দোষ দূরীভূত করে কেউ যদি কোরবানী করে, তার কোরবানী আল্লাহতায়ালা কবুল করেন।

হে পাঠকগণ! যাদের ওপর কোরবানী ওয়াজিব হয়েছে, তারা কোরবানী করার পর গোস্ত আত্মীয়-স্বজন, পাড়া-প্রতিবেশী, গরিব-দুঃখি ও মিসকিনদের ভিতর সঠিকভাবে বণ্টন করুন। জিলহজ মাসের চাঁদের তৃতীয় দিন ১০, ১১ ও ১২ পর্যন্ত কোরবানী করার বিধান আছে।

‘হুজুরকেবলার নূরের তাজাল্লি

(প্রথম পৃষ্ঠার পর)
অনূদিত বক্তব্যের রেকর্ড থেকে এই লেখা।

আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু। আমি সুদূর মক্কা থেকে আপনাদের মাঝে এসেছি শুধুমাত্র হুজুর কেবলার মহব্বতে। আজ থেকে সতেরো বছর আগে আরো একবার তাঁর সান্নিধ্যে আসার সুযোগ হয়েছিল, তাঁরই একজন আশেক সাবেক এম.পি মরহুম নাসিম ওসমান সাহেবের সাথে। হুজুরকেবলা তখন তাঁর নারায়ণগঞ্জ, বন্দর কুতুববাগ খানকা শরীফে অবস্থান করতেন। ওঁনাকে প্রথম দেখেই তাঁর প্রতি আমার ভক্তি-শ্রদ্ধা অনুভব হলো। আর আমার দৃষ্টি যে নূরের জ্যোতি দেখতে পেল এমন জ্যোতি আমার দৃষ্টি কখনো দেখেনি। ঐশ্বরীক নূরে নূরান্বিত একজন কামেল মানুষ দেখলাম। ওঁনাকে দেখলে আমি শান্তি পাই। তাঁর চেহারা মোবারকের যে নূর সে নূরের তাজাল্লি আমাকে বারবার টানে, তা আমি অনুভব করতে পারি এবং তাছাব্বুরে শায়েখ অর্থাৎ তাঁর চেহারা মোবারকের ধ্যান করি। মক্কা শরীফ থেকে ঢাকা বেশ দূরের পথ। সব সময় আসা সম্ভব না। যারা আসছেন তারা অবশ্যই অনেক সৌভাগ্যবান। আপনারা সব সময় আসবেন এবং তাঁর নির্দেশনা-হুকুম মেনে চলবেন, তাঁর হুকুম মানলেই নবীজির (সঃ)এর হুকুম মানা হবে এবং আল্লাহু সুবহানুতায়ালার পথে চলতে পারবেন। তিনি কামেল-মোকাম্মেল আল্লাহু সোবহানুতায়ালার খাস-বন্ধু, তাঁর সাথে আমার প্রথম সাক্ষাতের পর থেকেই আমি তাঁকে ভালোবাসি, উঁনিও আমাকে অতি ভালোবাসেন। তাঁর সান্নিধ্যে আসলে আল্লাহ ও রাসুলের প্রতি আপনাদের ঈমান শক্ত হবে। আপনাদের কোন ভয় নাই। আপনারা জান্নাতি হবেন। নামাজ কায়েম করবেন, নামাজ আল্লাহু সোবহানুতায়ালার কাজ। আল্লাহু সোবহানুতায়ালা জ্বীন এবং ইনসানকে সৃষ্টি করেছেন শুধুমাত্র আল্লাহর ইবাদত-বন্দেগীর জন্য। আল্লাহু সোবহানুতায়ালাই সবকিছু সৃষ্টি করেছেন এবং সকলের জন্য রিজিকদাতা। তিনিই সবকিছুর অধিকারী। আমরা যে নিদ্রা যাই আবার জেগে উঠি, এ সবকিছুই আল্লাহু সোবহানুতায়ালার হুকুমে হয়ে থাকে। আল্লাহ ছাড়া আর কোন মাবুদ নাই এবং তিনিই সমস্ত কিছুর মালিক। সবাইকে একদিন কবরের দেশে যেতে হবে এবং এ কথা যেন আমরা কেউ কখনো না ভুলি। আমাদের সঙ্গে দুইজন ফেরেশতা ‘কেরাবিন-কাতেবিন’ আছেন, তারাই সমস্ত আমলের হিসাব লিপিবদ্ধ করে রাখছেন, কিয়ামতের দিন যার উছিলায় পুলসিরাত পার হবেন সে বিষয়ে আপনাদের ভাবতে হবে। জামানার কামেলপীর, মাশায়েখদের ছোহবত লাভ করতে হবে, এ কথা পবিত্র কোরআনুল কারীমে উল্লেখ আছে– আপনারা সন্ধান করুন। আল্লাহু সোবহানুতায়ালাই সমস্ত ইবাদত ও ভালো-মন্দের মালিক এবং তিনিই সঠিক বিচারক-সবজান্তা। তাঁকে আমাদের ভালোবাসতে হবে এবং আল্লাহর প্রতি মহব্বত সৃষ্টি করতে বলেছেন। জমানার কামেলপীর-মাশায়েখ-ওস্তাদদের দিক-নির্দেশনা নিয়ে পথ চলতে হবে। আল্লাহর জন্য কার অন্তরে কতটুকু মহব্বত আল্লাহু সোবহানুতায়ালাই ভালো জানেন। জামানায় নবী-রাসুল থেকে শুরু করে বর্তমানে পীর-মাশায়েখদের অনুসরণ করেই আমাদেরকে পথ চলতে হবে। আলিমুল গাইবের মালিক একমাত্র আল্লাহ। মানুষের অন্তর বা কলবের ভিতরেই আল্লাহু সোবহানুতায়ালা থাকেন। সেখানে ধ্যানের মাধ্যমে আল্লাহ সোবহানুতায়ালাকে খুব গভীরভাবে সন্ধান করতে হবে। সন্ধান করলে তাঁকে পাওয়া যায় এবং শুধু মুত্তাকিনকেই আল্লাহ ভালোবাসেন। আমরা যদি আল্লাহর নির্দেশনা অনুযায়ী পীর-মাশায়েখদের পথে চলি, তবে এর পুরস্কার হিসাবে আমাদেরকে জান্নত দান করবেন এবং জান্নাতে সত্তরটি হুর এবং সত্তরটি গেলমান দিবেন। মুত্তাকিনদেরকে আল্লাহতায়ালা বিদ্যুৎ চমকের চেয়েও কম সময়ের মধ্যে জান্নাতে পৌঁছে দিবেন।

> এ কথা পবিত্র কোরআনুল কারীমে উল্লেখ আছে– আপনারা সন্ধান করুন। আল্লাহু সোবহানুতায়ালাই সমস্ত ইবাদত ও ভালো-মন্দের মালিক এবং তিনিই সঠিক বিচারক-সবজান্তা। তাঁকে আমাদের ভালোবাসতে হবে এবং আল্লাহর প্রতি মহব্বত সৃষ্টি করতে বলেছেন। জমানার কামেলপীর- মাশায়েখ-ওস্তাদদের দিক-নির্দেশনা নিয়ে পথ চলতে হবে। আল্লাহর জন্য কার অন্তরে কতটুকু মহব্বত আল্লাহু সোবহানুতায়ালাই ভালো জানেন।

মুত্তাকিন হতে গেলে সাধনার দরকার হবে এবং সে সাধনা একা একা হবে না, কামেল ওস্তাদের দীক্ষা নিতে হবে। যাদের কানে আল্লাহ সোবহানুতায়ালার আদেশ-নিষেধ পৌঁছায় তারাই জান্নাতে যেতে পারবেন। এ সময়ে যদি কামেলপীর-মাশায়েখদের হুকুমের বাইরে কিছু করেন, সত্যি বলছি, তবে আল্লাহর দিদার থেকে বঞ্চিত হবেন। আল্লাহ সোবহানুতায়ালা যেন আমাদেরকে জান্নাতুল ফেরদাউস নসিব করে উজ্জল তারকার মত রাখেন এবং আমাদের অন্তর নবী-রাসুল ও কামেলপীর মাশায়েখদের অন্তরের সাথে মিশিয়ে পবিত্র করে দেন। আল্লাহতায়ালা যেন এই দরবার শরীফকে কিয়ামত পর্যন্ত কবুল করেন। আমরা যারা আজ এই পবিত্র দরবার শরীফের জাকের মজলিসে উপস্থিত হতে পেরেছি, সবাইকে যেন আল্লাহ কবুল করেন। আমাকে-আপনাকে যেন হেদায়েত দান করেন। আমরা যেন কেউ কারো প্রতি জুলুম না করি। কেউ মদ-শরাব পান না করি। জিনা না করি। আমাদের স্ত্রী ও সন্তনদের যেন কবুল করেন এবং অন্তরে সর্বদা থাকেন, সমস্ত আমল যেন কবুল করেন। পৃথিবীর সমস্ত মুসলমান ভাই-বোনদের যেন হেদায়েত দান করেন এবং এ পবিত্র দরবারে জাকের মজলিসের সবাইকে যেন একই রশি দ্বারা বেঁধে দেন। আমরা যেন দ্বীন-ইসলামের খেদমত করতে পারি এবং এ খেদমত যেন রাসুল (সঃ)এর খেদমতের সাথে কবুল করেন। আমরা যেন আল্লাহ এবং রাসুল (সঃ)কে ভুলে না যাই এবং অন্তর থেকে রাসুল (সঃ)কে ভালোবাসি। কামেলপীর-মাশায়েখদের ভালোবাসি। আমরা যেন কোরআন ও সহি হাদিসের অনুসরণ করি। আমাদের অন্তরের নিয়ত যেন হয় একমাত্র আল্লাহকে রাজি-খুশি করার জন্য। এর মাধ্যমেই আমাদের ওপর রহমত দান করবেন। আল্লাহতায়ালা সমস্ত নিয়ামত দান করেছেন এর জন্য আমরা শুকরিয়া আদায় করি। আর যারা অসুস্থ আছেন তাদের সুস্থতা দানের জন্য দোয়া করি।

হুজুরকেবলা আমাদের যে আমল শিক্ষা দিচ্ছেন তা যেন পালন করতে পারি। আল্লাহ যেন আমাদেরকে সুরা ফাতিহার কথা অনুযায়ী ইহ্দীনাস ছিরাতুয়াল মুস্তাকিমের পথে চলার তাউফিক দান করেন। আল্লাহতায়ালা আয়তুল কুরসী আয়াত নাজিল করে বলেছেন, সমস্ত পাওয়ার বা শক্তি একমাত্র তাঁর। আমরা ইসলামের যে সূফীবাদের মধ্যে প্রবেশ করেছি, কোন শয়তান যেন আমাদেরকে সেখান থেকে বের করতে না পারে। আর আল্লাহতায়ালা যাকে হেদায়েত করেন, সে ব্যতিত অন্য কেউ হেদায়েত হতে পারে না। আমি এ মজলিসের সবাইকে খুব ভালোবাসি, আপনারাও আমাকে ভালোবাসবেন এবং আমাকে ভুলবেন না, আমিও আপনাদেরকে ভুলবো না। দ্বীন ইসলাম ও সুফীবাদের আলো যেন আরো উজ্জলভাবে জ্বলে এবং সবার অন্তরাত্মা যেন প্রশান্তি লাভ করে। আপনারা সর্বদা জিকির করবেন। ধ্যানের মাধ্যমে তাছাব্বুরে শায়েখ লাভ করার চেষ্টা করবেন। আল্লাহর কিতাব ও রাসুল (সঃ)কে আমাদের মাঝে পাঠিয়েছেন একমাত্র লিল্লাহ হিসাবে এবং তাঁর প্রতি ঈমান আনার জন্য। সারা পৃথিবীতে যত বড় বড় পীরে কামেল আছেন, তাঁদের কথা মত যেন আমরা চলতে পারি, সে জন্য আল্লাহর কাছে দয়া চাই। অলি-আউলিয়াগণ শুধু আল্লাহর ইবাদত-বন্দেগীতেই কাটিয়ে থাকেন। তাঁদের দুনিয়া এবং আখেরাতে কোন ভয় নাই এবং তাঁরা চিন্তাযুক্তও হবেন না। আল্লাহ কামেল অলিদের দোয়া কবুল করেন। যাদের অন্তর আল্লাহর অলিদের সাথে মিশে গেছে আল্লাহ তাদেরকে কবুল করে নিয়েছেন। জুমার রাত অনেক বরকতপূর্ণ রাত। এ রাতে যেন আমাদের সবাইকে কবুল করে নেন। আল্লাহ যেন সবাইকে হেদায়েত দান করেন এবং হুজুরকেবলার উছিলায় আল্লাহ যেন আমাকে ক্ষমা করে দেন। আমরা যেন কাল হাশরের দিন এক সঙ্গে থাকতে পারি, আমিন।

কোরআন মাজিদে দানকারীদের ব্যাপারে

(প্রথম পৃষ্ঠার পর)
অর্থ : যাহারা নিজেদের ধনৈশ্বর্য ব্যয় করে, অতঃপর যাহা ব্যয় করে তাহার কথা বলিয়া বেড়ায় না এবং কাউকে ক্লেশও দেয় না, তাহাদের পুরস্কার তাহাদের প্রতিপালকের নিকট আছে। তাহাদের কোন ভয় নাই এবং তাহারা দুঃখিতও হইবে না।

সূরা : আল-ইমরান, আয়াত-৯২

‘লান তানা-লুল বিররা হাত্তা তুনফিকূ মিম্মা-তুহিব্বূনা ওয়ামা তুনফিকূ মিন-শাইইন ফাইন্নাল্লা-হা বিহী ‘আলীম’।

অর্থ : তোমরা যাহা ভালোবাস তাহা হইতে ব্যয় না করা পর্যন্ত তোমরা কখনও পূণ্যলাভ করিবে না। তোমরা যাহা কিছু ব্যয় কর আল্লাহ অবশ্যই সে সম্বন্ধে সবকিছু জানেন।

তরিকার রাস্তায় সাধনাই মূখ্য

এইচ মোবারক

যে কোন সাধনাই সরল নয়। সব সাধনার পিছনেই কিছু গোপনীয় তথ্য-সূত্র থাকে, যার সঠিক প্রয়োগের কৌশল কেবল ‘কামেল গুরু’ বা সাধকগণই জেনে থাকেন। মানবজীবনে ইসলাম ধর্মের অন্যতম উপহার হচ্ছে সূফীবাদ। স্রষ্টা বা পরম সত্তার সাথে মিলনই সূফী সাধনার মূল লক্ষ্য। এ সাধনায়রত সাধককে অনেক পথ পাড়ি দিতে হয়। সূফীবাদের সাধনার মধ্য দিয়েই নিজ আত্মাকে অন্ধকারাছন্ন পরিবেশ থেকে আলোকিত সড়কের দিকে ধাবিত করা সম্ভব। সূফীবাদের ভাষায় একটা কথা খুবই স্পষ্ট তা হলো, নিজেকে চিনো বা জানো। নিজের মধ্যেই আল্লাহ্তায়া'লা বিরাজমান। আধ্যাত্মিক সাধনার দ্বারা নিজের অন্তর দৃষ্টিকে উন্নত করতে পারলে হৃদয়ের আয়নায় আল্লাহ্র মহিমা প্রতিফলিত হয়। তাই, তরিকার রাস্তায় সাধনাকেই মূখ্য বলে মূল্যায়ন করা শ্রেয়। তাতে স্বাদ এবং সাধনা দুই পূর্ণতা পায়। এ মতবাদের আওতাভূক্ত হওয়া খুবই সহজসাধ্য ব্যাপার, কিন্তু সূফীবাদের প্রচার ও প্রসারের দাওয়াত দ্বারে দ্বারে পৌঁছে দেয়া একেবারেই সহজ নয়। কারণ এখানে রয়েছে নানা ধরনের প্রতিকূলতা, বিশেষ করে এক শ্রেণির মানুষের একগুয়েমী হিংস্র মনোভাব এবং বর্তমান সমাজে বিরাজমান অসামাজিক ও বিভ্রান্তকর কূ-প্রভাবের বিস্তার। আমাদের সমাজে আধুনিকতার নামে যে সমস্ত কার্যকলাপ সংগঠিত হচ্ছে, তা শিষ্টাচারের অন্তর্ভূক্ত নয়। তবে হ্যাঁ, অবশ্যই আমাদের প্রত্যেককেই আধুনিক হতে হবে। তাই বলে এ নয় যে, আধুনিকতার দোহাই দিয়ে যা ইচ্ছা তাই করা যাবে। নষ্ট আধুনিকতার ছোঁয়া থেকে রক্ষা করবে সূফীবাদের শিক্ষা।

বর্তমান বিশ্বে নানান প্রতিকূলতার মধ্যেও দয়াল নবীর সত্য তরিকার আলো পৌঁছে যাচ্ছে দিক থেকে দিগন্তে। একটি কথা না বললেই যে নয়, পবিত্র কোরআন ও হাদিসের নির্যাস এ বাণী সচরাচর কোন সাধারণ ব্যক্তির দ্বারা প্রচার বা প্রসার ঘটানো সম্ভব না। কেননা এ শিক্ষার মধ্যে রয়েছে আধ্যাত্মিক ধ্যান-জ্ঞান, ক্লান্তিহীন সাধনা, শরিয়ত-তরিকত-হাকিকত ও মারেফতের গভীরে প্রবেশের পথ। মনকে পরিস্কার করা আমাদের প্রত্যেকের জন্যই জরুরী। কুতুববাগ শিক্ষা দেয় মন পরিস্কার না হলে আত্মাকে শুদ্ধ করা যায় না। আর তাই সর্বপরি আত্মাকে পরিস্কার করার স্থান হলো কামেল গুরুর পাঠশালা। এর মূলে একটি শপথ বা বাইয়াতের পথ বা পদ্ধতিকে অবলম্বন করেই নিজকে ওই পাঠশালায় ভর্তি করাতে হয়। কেবলাজান বিভিন্ন তালকীনি সভায় আল্লাহ ও রাসুলপ্রেমী আশেকদের বলে থাকেন, অন্তরাত্মা পবিত্র করতে হলে সর্বপ্রথমে অহংকার দূর করা দরকার’। অন্ধকার মনকে শূন্যতায় ভরে দেয়। এ শূন্যতা কাটিয়ে উঠতে না পারলে কোন ইবাদতই সফল হবে না, কেবলাজানের সত্য তরিকায় আমরা এ শিক্ষাই পাই। এ কারণে নিজেকে পূর্ণরূপে সমর্পণ করতে হবে কামের গুরু বা মুর্শিদের কাছে। আল্লাহর সঙ্গে মিলনের যথার্থ দিককে বলা হয় ফানা কিংবা বিলীন, যার আভিধানিক অর্থ, তিরোধান বা ধ্বংস, এখানে জাগতিক বিষয়ের সকল চাওয়া পাওয়ার অবসান হয়। গুরুর হাতে সোপর্দ করে নিজেকে মৃত মনে করতে হবে। যাকে বলে মরার আগে মরা। তবেই পূর্ণ হবে সাধনার পথ। পূর্ণতা হাসিলের জন্য দেহ-মন সর্বদাই পবিত্র রাখার চেষ্টা করতে হবে, কারণ অন্তরের পবিত্রতার উপর নির্ভর করেই আল্লাহ্ ও রাসুল (সঃ) তথা কামেল গুরুদের সু-দৃষ্টি প্রতিবিম্বিত হবে। সূফীবাদের সাধনার মূল উদ্দেশ্য পরম সত্তার নিকট আত্মসমর্পণ। তাই কামেল পীর-মুর্শিদ বা গুরুর কাছে আত্মসমর্পণ করে, গুরুর দেয়া আদেশ, উপদেশ ও শিক্ষা অনুযায়ী পথ চলতে হবে।

গুরুর প্রতি ভক্তের নিবেদিত ভালোবাসার পঙক্তিমালা

স্বর্গ-নরক চাই না কিছু

ডাঃ মহিউদ্দিন আযম লিটন

মুর্শিদকেবলা কুতুববাগী রেখো আমায় স্মরণে
আমাকে রাখিও দয়াল তোমার চরণে
তুমি আমার পথপ্রদর্শক
দুই কুলেরই অভিভাবক।

নাই যে কোনো পাড়ের কড়ি
কেমন করে দিব পাড়ি
যাব যে হায় ডুবে মরি
তোমার দয়া না পেলে।

এ জীবনে চাই না কিছু
তোমারই আদর্শ বিনে
রাসুলের বাইয়াতের পথে
আমায় তুমি লইও চিনে।

তোমার প্রেমে হয় যদি গো মরণ
সমাদরে করবো তাকেই বরণ
জাত-কুল আমি চাই না কিছু আর
তুমি আমার জগতজুড়ে শান্তি সমাহার।

গুরুর প্রেমের মালা গলায় পরে
শান্তি পাবো যাই গো যদি মরে
গুরুর কৃপা আমি যদি পাই
স্বর্গ-নরক কিছুই নাহি চাই।

মানুষ হবো এই আশাতে

বোরহান মাসুদ

কুতুববাগে এসে দেখি
হাসছে নূরের ফুল
স্বর্গীয় এ ফুল বলি যদি
হবে নাকো ভুল।

দুর্ভাগা মন পেলো নারে
স্বর্গ-ফুলের ঘ্রাণ
মানুষ গুরু লও চিনে মন
থাকতে দেহে প্রাণ।

আঁধার ভেঙে প্রদীপ জ্বালায়
কুতুববাগী বাবা
মোরাকাবায় বসলে যেন
দিল হয়ে যায় কাবা।

মানুষ হবার বাণী যখন
বাবার মুখে শুনি
মানুষ হবো এই আশাতে
সাধনায় জাল বুনি।

খাজাবাবা কুতুববাগী কেবলাজান হুজুরের বাণী

- কম খাবেন, কম ঘুমাবেন, কম কথা বলবেন।
- অন্যের দোষ দেখার আগে নিজের দোষ তালাশ করুন।
- যাদের পিতা-মাতা বেঁচে আছেন, তাদেরকে মনপ্রাণ দিয়ে সেবা করবেন আর যাদের পিতা-মাতা কবর বাড়িতে চলে গেছেন, তারা তাদের পিতা-মাতার রুহের মাগফেরাতের জন্য ইসালে ছওয়াব বা জিয়াফত করবেন এবং নফল ইবাদত করে তাদের আত্মার ওপর বকশিস করবেন।
- বড়দের শ্রদ্ধা করবেন। ছোটদের স্নেহ করবেন। ভুখা মানুষকে খানা খাওয়াবেন। বস্ত্রহীনকে বস্ত্র দিবেন। অসুস্থ মানুষ পাইলে চিকিৎসা দিবেন। এইসব সেবা মহান যা আল্লাহতায়ালা নিজে গ্রহণ করেন এবং আল্লাহতায়ালার কাছে অতি পছন্দনীয়।
- আদব, ভদ্রতা, নম্রতা, বিনয়, সভ্য-শালিনতার ভিতর চলতে চেষ্টা করবেন, এতে আল্লাহতায়ালা অতি খুশি হবেন।
- শিক্ষার্থী যারা তারা শিক্ষকের প্রতি শ্রদ্ধা করবেন, শিক্ষক যারা তারাও শিক্ষার্থীদেরকে নিজেদের ছেলে-মেয়ের মত স্নেহ করবেন।

কুতুববাগী কেবলাজান হুজুরের মহামূল্যবান নছিহত

১। নামাজ হল সর্বশ্রেষ্ঠ ইবাদত, ইবাদতে আকবর। তাই সকলেই আপনারা হুজুরী দিলে নামাজ পড়ার চেষ্টা তদবির করবেন।

২। শরিয়তের ছোট-বড় হুকুমকে মান্য করবেন, তবেই মারেফত সহজ হয়ে যাবে।

৩। অন্যের দোষ দেখার পূর্বে নিজের দোষ দেখুন, তবেই কল্যাণ।

৪। মা-বাবাকে অন্তর থেকে শ্রদ্ধা-ভক্তি ও সেবা-যত্ন করবেন।

৫। বড়কে শ্রদ্ধা-ভক্তি করবেন, ছোটকে স্নেহ-মোহব্বত করবেন।

৬। ভুখা মানুষকে খানা খাওয়ালে, বস্ত্রহীনকে বস্ত্র দান করলে, অসুস্থকে সেবা করলে, এসব সেবা আল্লাহতায়ালা নিজে গ্রহণ করেন।

৭। আগুন যেভাবে লাকড়ি বা কাঠকে খেয়ে ফেলে, হিংসা সেভাবে মানুষের নেক পূণ্য খেয়ে ফেলে।

৮। কিতাবে আছে, চব্বিশ হাজার ছয়শত কোন জায়গায় আছে একুশ হাজার ছয়শত বার ২৪ ঘন্টায় দম আসা-যাওয়া করে। শ্বাস টানতে 'আল্লাহ' ছাড়তে 'হু' এই অভ্যাস করবেন। তাই আল্লাহতায়ালা কোরআন মাজিদে আরো বলেন– 'আলা বি-জিকরুল্লাহি তাতমাইনূল কুলুব'। অর্থ-সাবধান! আল্লাহতায়ালার জিকিরই একমাত্র শান্তি।

খাজাবাবা কুতুববাগী কেবলাজান হুজুরের বাণী

চারটি বিষয় অর্জন করা তরিকার মূল উদ্দেশ্য

- **জমিয়ত অর্থাৎ, বিচ্ছিন্ন মনকে একমাত্র আল্লাহর চিন্তার দিকে নিয়োজিত করা।**
- **হুজুরী অর্থাৎ, আল্লাহকে হাজের (সর্বত্র বিরাজমান) নাজের (সর্বদর্শী) মনে করবার ক্ষমতা অর্জন করা।**
- **যজবাত অর্থাৎ, আল্লাহর দিকে মন প্রতি মুহূর্তে আর্কষিত হওয়া।**
- **ওয়ারেদাত অর্থাৎ, আল্লাহর তরফ থেকে অসহ্যকর ফয়েজপ্রাপ্ত হওয়া।**

সালেক ও মুরিদের জন্য এই চারটি কাজ অত্যন্ত জরুরী ও গুরুত্বপূর্ণ
(১) নির্জনতা (২) নির্বাক অবস্থা
(৩) ক্ষুধা সহ্য করা এবং
(৪) অনিদ্রা অভ্যাস করা।

বিশেষ বার্তা

প্রতি বৃহস্পতিবার কুতুববাগ দরবার শরীফে সাপ্তাহিক দোয়ার মাহফিল পালন করা হয়। বাদ মাগরিব থেকে আরম্ভ হয়ে রাত ১০টার দিকে কেবলাজান হুজুর মানবজাতির উদ্দেশে নসিহত-বাণী, শিক্ষা-দীক্ষা ও দোয়া করেন। রাতের ৩য় ভাগে রহমতের ফয়েজ বাতান ও মোরাকাবা শিক্ষা দিয়ে থাকেন। প্রতি শুক্রবার দরবার শরীফের জামে মসজিদে আল্লাহর অলি-বন্ধুর সঙ্গে অসংখ্য মুসললি জুমার নামাজ আদায় করেন। নামাজ শেষে পীর কেবলাজান মহা-মূল্যবান নসিহত-বাণী ও তরিকতের আমল শিক্ষা দেন।

আল্লাহর সঙ্গে প্রেম হলেই অন্তরে শান্তি আসে

সাইফুল ইসলাম দীপক

আমরা মানুষ লালসামুক্ত সরল প্রাণ না হলে সূফীবাদের জ্ঞান সমুদ্রের খবর জানতে পারবো না, যে জ্ঞান আত্মার মুক্তি বা আত্মশুদ্ধির একমাত্র পথ। যে পথে প্রেম হলো পুঁজি। আত্মিক প্রেম। সহজ মানুষ-গুরুর সঙ্গে নিগুঢ় প্রেম-মহব্বত ছাড়া আল্লাহপ্রেমের খাঁটি প্রেমিক হওয়া যায় না। প্রেম চিরন্তন এক শক্তি, কুলকায়েনাত সৃষ্টির শুরুটাই প্রেম, শুধু প্রেম। সাধনা করে আত্মপ্রেমের এ শক্তি অন্তরে ধারণ করতে পারলে কোন সাধনা বিফল হবে না এবং আল্লাহকে চেনা যাবে। আল্লাহর অস্তিত্বকে অনুভব করা যাবে। আল্লাহকে পাওয়ার জন্যই আমাদের যত চেষ্টা, শত ইবাদত। স্রষ্টার সঙ্গে যোগাযোগ হলেই সকল প্রকার শান্তি আসে। সূফী-সাধনায় সিদ্ধি লাভকারী কামেল মোকাম্মেল অলি-আল্লাহগণ সময় ও সমাজের দীক্ষাগুরু, যার অন্তরে মানুষের মুক্তির জন্য কান্না। তাঁরা সব সময় অতীন্দ্রিয় জগতে অবস্থান করতে পারেন, মানুষকে ভালোবাসতে পারেন। শুধু মানুষ কেন সৃষ্টির সকল কিছুকেই অবলীলায় ভালোবাসতে পারেন। সাধারণ মানুষ তা পারি না। আমার কামেল মুর্শিদ বলেন– 'বাবা অন্যের দোষ তালাশ করার আগে নিজের দোষ তালাশ করেন'। এ অমোঘ সত্য বাক্য প্রতিনিয়তই শুনি কিন্তু কই, সঠিকভাবে তা মানতে পারছি না। প্রায় সময়ই অন্যের দোষ তালাশে ব্যস্ত থাকি! এখন মনে হয় নিজের মধ্যে সেই চিরন্তন প্রেমের অভাব। যে প্রেমে অলি-আল্লাহগণ দয়াল নবীর প্রেমে ডুবে থাকেন। ধনি গরীব, জাতি, গোত্র, ধর্ম-বর্ণ, উঁচু-নিচু, পাপী-তাপী কাউকেই অবহেলা করেন না। সবাইকে আপন করে নিতে পারেন এটা তাঁর মহৎ গুণ, এ গুণ ও জ্ঞানের অধিকারী এ সময়ের অদ্বিতীয়।

একবার চিন্তা করে দেখি তো, যদি সত্যি কাউকে মনপ্রাণ দিয়ে ভালোবাসি তবে কি তার দোষ-ত্রুটি খুঁজি কিনা? অন্যের কাছে তা গোপনে বা প্রকাশ্যে তুলে ধরি কিনা? তাকে অন্যের সামনে ছোট করতে পেরে আমি আনন্দিত হই? সুস্থ মানুষ তা পারে না। জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত যত প্রকার পাপ আমরা করি তার মধ্যে সব চেয়ে বড় পাপ 'ক্ষমার অযোগ্য কাজ গীবত' প্রায়ই করে থাকি আমরা। কারণ, আমাদের অন্তরে ভক্তি-প্রেমের খুব অভাব! যদি আল্লাহকে ভালোবাসি তবে তাঁর সৃষ্টির প্রতি বিশ্বাস ও শ্রদ্ধাবোধ থাকা জরুরী। একটু খেয়াল করে দেখলেই তা বুঝতে পারবো, আমরা যে যাকে ভালোবাসি তার দোষ-ত্রুটি ক্ষমা সুন্দর দৃষ্টিতে দেখি কি না? নিজেকে বড় না ভেবে অন্যকে বড় ভাবতেই আনন্দ পাই কিনা? আল্লাহর প্রেমিকদের আমিত্ব থাকে না, মানুষের সেবা আর মানবতার পক্ষে থাকেন। সবসময় অপূর্ব এক প্রেমভাব মনে বিরাজ করতে থাকে, মনে শান্তির পরশ অনুভব হয়। তবে আল্লাহকে ভালোবাসার মতো সরল কোমল অনুভূতি কামেল গুরুর দীক্ষা ছাড়া সহজে কেউ লাভ করতে পারে না। কামেলগুরু যিনি কঠোর সাধনার বলে সেই মাকাম অর্জন করে পেয়েছেন আল্লাহর প্রেমময় সত্তার সন্ধান।

আমি দেখেছি এবং শুনেছি কিছু মানুষ কুতুববাগী কেবলাজান সম্বন্ধে সমালোচনা করে, কটু কথা বলে। যদি কখনো এ কথা কোন জাকের ভাই অতি আদবের সঙ্গে কেবলাজানের কাছে বলেছেন, তিনি সমালোচনাকারীদের প্রতি কখনো রাগ অথবা অভিশাপ দেন না, বরং বলেন– 'বাবা, তারা এ সব না বুঝে বলে, তাদের ভিতরে আসল বুঝ থাকলে কখনও বলত না'। খুব কম মানুষ যারা নিজের সম্পর্কে কোনপ্রকার কটু কথা শুনলে মনে মনে রাগ হই না বা উত্তেজিত হয়ে গালমন্দ করি না। আল্লাহর বন্ধুরা স্রষ্টার প্রেমে এমন গভীরভাবে নিমগ্ন থাকেন যে, সকল সৃষ্টির মধ্যেই তারা আল্লাহকে দেখতে পান। যেন তৌহিদের সাগরে ডুবে থাকা মহা ডুবুরী, তাঁরা সৃষ্টি থেকে স্রষ্টাকে আলাদা ভাবতে পারেন না। এ জন্যই তারা কাউকে দোষারোপ করেন না, অভিশাপ দেন না, কারো ক্ষতি করেন না, সবার জন্য সর্বদা কল্যাণ কামনা করেন। আল্লাহর প্রকাশ্য এবং অপ্রকাশ্য গুণাবলী তাঁর বিশেষ বিশেষ বান্দার মধ্যে কিছু গচ্ছিত রেখে, আরশে আজিমে বসে সারা-জাহান পরিচালনা করছেন তিনি। আমাদের আসল কাজ হওয়া উচিৎ সে সব সত্যবাদি মানুষের সঙ্গ লাভ করে নিজের মধ্যে এসব গুণাবলীর বিকাশ ঘটানো। চম্বুকে যেমন লোহা আকড়ে ধরে তেমনিভাবে মুর্শিদের পবিত্র অন্তরের সঙ্গে

লেখা আহ্বান

প্রিয় পাঠক, আশেকান, জাকেরান ভাই-বোনসহ সূফীবাদের প্রতি ভক্ত অনুরাগীদের কাছে সূফীবাদ বিষয়ে যে কোন লেখা আহ্বান করা হল। আপনারা যদি এই পত্রিকায় ইলমে তাসাউফ তথা তরিকত সম্পর্কে সুচিন্তিত মতামত, আবেগ-অনুভূতির কথা লেখনীর মাধ্যমে প্রকাশ করতে চান, তাহলে পাঠিয়ে দিন।

সম্পাদক
মাসিক আত্মার আলো
৩৪ ইন্দিরা রোড, ফার্মগেট, ঢাকা।
০১৭২৩৪৮২২৯৪, ফোন : +৮৮-০২-৫৮১৫৬৫২৮
e-mail: masikatmaralo@gmail.com
www.kutubbaghdarbar.org.bd

ইয়া আল্লাহু ইয়া রাহমানু ইয়া রাহিম ইয়া রাহমাতাল্লিল আলামিন
মানব সেবাই পরম ধর্ম –খাজাবাবা কুতুববাগী

২৪ ঘণ্টা সেবা দেওয়া হয়
+এম এ্যাম্বুলেন্স সার্ভিস
+M Ambulance Service
ICU, CCU, NICU & PICU
লাইফ সাপোর্ট এ্যাম্বুলেন্স, লাশবাহী ফ্রিজিংসহ সকল প্রকার গাড়ি ভাড়া দেয়া হয়।
বি:দ্র: জরুরীভিত্তিতে রোগীদের জন্য এসি, নন-এসি, অক্সিজেন, আইসিইউ, সিসিইউ, এনআইসিইউ এবং পিআইসিইউ গাড়ির ব্যবস্থা আছে
৭/৪, ব্লক-সি, লালমাটিয়া, ঢাকা-১২০৭। মোবাইল : ০১৭১৬-২৬৯০৩৮, ০১৮১৯-২৭০১৫৭
www.ambulancem.com

সম্পাদক : নাসির আহমেদ আল মোজাদ্দেদি, সম্পাদকমণ্ডলী : রানা শফিউল্লাহ, আলহাজ জয়নাল আবেদীন, মোঃ কামরুল ইসলাম, নির্বাহী সম্পাদক : সেহাঙ্গল বিপ্লব
প্রকাশক : মোহাম্মদ ইউনূছ কর্তৃক কুতুববাগ মোজাদ্দেদিয়া প্রিন্টিং প্রেস, ৩৪ ইন্দিরা রোড, ফার্মগেট, ঢাকা-১২১৫ থেকে মুদ্রিত ও প্রকাশিত। সদর দপ্তর : কুতুববাগ দরবার শরীফ, ৩৪ ইন্দিরা রোড, ফার্মগেট, ঢাকা।
ফোন : +৮৮-০২-৫৮১৫৬৫২৮, ০১৭২৩ ৪৮২ ২৯৪, ই-মেইল : masiaralo@gmail.com, www.kutubbaghdarbar.org.bd.